চিকুনগুনিয়া আপডেট ইস্যু নং-২, তারিখ: ৪ জুলাই, ২০১৭

চিকুনগুনিয়া নিয়ে মন্ত্রনালয়ে জরুরী সভা অনুষ্ঠিতঃ

গতকাল ৩রা জুলাই স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রনালয়ের সভা কক্ষে চিকুনগুনিয়া রোগের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে মাননীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রীর সভাপতিত্বেএকটি জরুরী সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বর্তমান চিকুনগুনিয়া প্রাদুর্ভাবএবংকরণীয় নিয়ে বিস্তারিতআলোচনা হয়। সভায়ঢাকা দক্ষিন সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র সভা শেষে মাননীয় মন্ত্রী এবং উপস্থিত সাংবাদিকদের সহায়তা চেয়ে বক্তব্য রাখেন। সভায় অধ্যাপক সানিয়া তাহমিনা, পরিচালক, রোগনিয়ন্ত্রন ও লাইন ডিরেক্টর কমিউনিকেবল ডিজিজ কন্ট্রোল, উৎসে মশা নিয়ন্ত্রনে গুরুত্বআরোপ করে বক্তব্য রাখেন। অধ্যাপক মীরজাদী সেব্রিনা ফ্লোরা, পরিচালক, আইইডিসিআর চিকুনগুনিয়া কন্ট্রোল রুম শুরু এবং ল্যাবরোটরি কনফার্মড রোগীর সংখ্যা এবং সারভাইলেন্স থেকে প্রাপ্ত চিকুনগুনিয়া সংক্রান্ত তথ্যাদি সম্পর্কে অবহিত করেন। অধ্যাপক আবুল কালাম আজাদ, মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, সার্বিক করণীয় নিয়ে বক্তব্য রাখেন এবং সবার সহযোগিতা কামনা করেন। জনাব সিরাজুল হক খান, সচিব, স্বাস্থ্য, সেবা বিভাগ, মশক নিয়ন্ত্রনে ব্যাপক প্রচারনা ও জনসচেতনা তৈরিতে সবার সহযোগিতা কামনা করেন। মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জনাবএম. এ. নাসিম,এমপিএবংঢাকা দক্ষিন সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র জনাব সাইদ খোকন সাংবাদিকদের উদ্দেশে বক্তব্য রাখেন এবং বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। মাননীয় মন্ত্রী বলেন এ ব্যাপারে স্বাস্থ্য মন্ত্রনালয়ের যথাযথ প্রস্তুতি আছে এবং চিকিৎসা সংক্রান্ত সকল প্রকার ব্যবস্থা ইতিমধ্যে গ্রহন করা হয়েছে। তাঁরা জনসচেতনা বৃদ্ধি এবং মশক নিয়ন্ত্রনে সবার সহযোগিতা কামনা করেন।

চিকুনগুনিয়া নিয়ন্ত্রণকক্ষ

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের নির্দেশে সারাদেশে চিকুনগুনিয়া পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের জন্য পাবলিক হেলথ ইমারজেন্সী অপারেশন সেন্টার (চিকুনগুনিয়া নিয়ন্ত্রণকক্ষ) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। মশাবাহিত রোগসমূহ নিয়ন্ত্রণে ব্যাপক জনসচেতনতা তৈরীর লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম চলছে। বিশেষজ্ঞ ও যথাযথ কর্তৃপক্ষের সহায়তায় চিকুনগুনিয়া নিয়ন্ত্রণকক্ষ হতে সকল কার্যক্রম সমন্বয় করা হবে। রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান ইতিমধ্যে সপ্তাহের ৭ দিন ২৪ ঘন্টা কাজ করার জন্য একটি ওয়ার্কিং গ্রুপ (বিশেষ টিম) গঠন করেছে এবং চিকিৎসক ও সাধারণ জনগনের প্রশ্নের জবাব দেওয়ার জন্য সার্বক্ষনিক হটলাইন চালু রেখেছে।

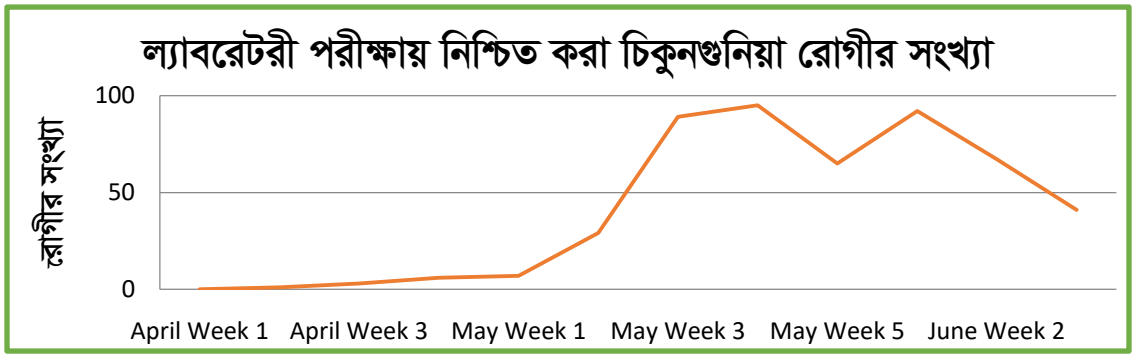

চিকুনগুনিয়া ভাইরাসটি মানুষের মধ্যে মশার মাধ্যমে বিশেষ করে এডিস ইজেপ্টি ও এডিস অ্যালবোপিকটাস মশার মাধ্যমে ছড়ায়। চিকুনগুনিয়া আক্রান্ত বেশীরভাগ রোগীর মধ্যে সাধারণত উচ্চ মাত্রার জ্বর ও গিটে ব্যথা দেখা যায়। এছাড়াও মাথা ব্যথা, মাংশপেশীতে ব্যথা, গিট ফুলে যাওয়া অথবা দানা দানা র‍্যাশ দেখা যেতে পারে। চিকুনগুনিয়া প্রতিরোধের কোন ভ্যাকসিন নেই। লক্ষণ অনুযায়ী চিকিৎসা গ্রহন করতে হয়। শুধুমাত্র জনসচেতনতা ও মশকনিয়ন্ত্রণ-ই পারে চিকুনগুনিয়া বিস্তার রোধ করতে।

চিকুনগুনিয়া সম্বন্ধে বিস্তারিত জানতে দয়া করে এই ওয়েবসাইট ভিজিট করুন-www.iedcr.gov.bd অথবা হটলাইন নাম্বারে ফোন করুন- ০১৯৩৭১১০০১১, ০১৯৩৭০০০০১১

PHEOC. CHIKUNGUNYA: Institute of Epidemiology, Disease Control and Research (IEDCR), DGHS, Dhaka, Bangladesh.
Contact: info@iedcr.gov.bd